সুধানিঝরের শ্রদ্ধাঞ্জলী ও চিরকালের গান

আনিসুর রহমানঃ গত ১৫ই অক্টোবর ২০১১ সিডনীর শিল্পী গোষ্ঠী “সুধানিঝর” এশফিল্ড পোলিশ ক্লাবে মঞ্চস্থ করেছিল একটি চমৎকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিরতীর আগে ও পরে দুই পর্বে বিভক্ত অনুষ্ঠানটির প্রথম পর্ব সাজানো হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের গান ও কবিতা দিয়ে। দ্বিতীয় পর্বে ছিল পদ্মা পাড়ের ছায়াছবি, রেডিও আর টিভির কালজয়ী গানের সংকলন, “চির কালের গান”।

সুধানিঝর
জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রথম পর্ব শুরু হয় “হে নুতন দেখা দিক আর বার” এই গানটি দিয়ে। স্বাগত বক্তব্যের পর পরিবেশিত হয় “হে নুতন” এর বাকি অংশ। এর পর একে একে পরিবেশিত হয়েছে কবিতা - সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। সমবেত কন্ঠে “আজি ঝর ঝর মুখর বাদলও দিনে”, “মন মোর মেঘের সঙ্গী”। রবীন্দ্রনাথ থেকে পাঠ। দ্বৈত কন্ঠে গান “প্রাণ চায় চক্ষু না চায়”। রবীন্দ্রনাথ থেকে আবৃত্তি। “তোমার খোলা হাওয়া” গানটির সাথে নাচ। নজরুল এর কথা। নজরুলগীতি “নিশি নিঝুম”। নজরুলের কবিতা। সমবেত কন্ঠে নজরুলগীতি “জয় হোক জয় হোক”। রবীন্দ্রনাথের কবিতা। দ্বৈত কন্ঠে রবীন্দ্রসংগীত “আমার বেলা যে যায়”। রবীন্দ্রসংগীত “একি লাবন্যে”। নজরুলের কীত্তন “সাজিয়ে রাখিনু”। সমবেত রবীন্দ্রসংগীত “আলোকের এই ঝর্ণাধারায়” এবং “কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি” গানটির সাথে নাচ।

তিরিশ মিনিটের খাবার বিরতীর পর শুরু হয় দ্বিতীয় পর্ব “চির কালের গান”। এই পর্বে কিছু কিছু আংশিক গান সহ বেশ কটি পুরানো দিনের গান পরিবেশিত হয়েছেঃ পথে পথে দিলাম, তোমারে লেগেছে এত যে ভালো, লোকে বলে রাগ নাকি, তুমি যে আমার কবিতা (দ্বৈত), তন্দ্রা হারা নয়ন আমার, চেনা চেনা লাগে, নীল আকাশের নিচে, মনের ও রঙ্গে রাঙাবো, সব সখিরে পার করিতে নেব

আনা আনা (সমবেত), এক নদী রক্ত (সমবেত), দিন যায় কথা থাকে, অনেক বৃষ্টি ঝরে, আয়নাতে ওই মুখ, বিমূর্ত এই রাত্রি, আকাশের হাতে আছে, তুমি কি দেখেছ কভু (সমবেত), প্রেমের নাম বেদনা, দুঃখ আমার এবং ও আমার দেশের মাটি গানটির সাথে নাচ। অত্যন্ত উপভোগ্য এই পর্বটি দর্শক-শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করে গেছে নির্দ্বিধায়। তবে গান শোনার সময় মনে হয়েছিল, সব সখিরে পার করিতে নেব আনা আনা গানটি সম্ভবতঃ দ্বৈত এবং তুমি কি দেখেছ কভু গানটি একক কণ্ঠে হলে ভাল হতো।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারী শিল্পীরা হলেন - ইমরান আহমেদ, হ্যাপি রহমান, পিয়াল রহমান, নাসিমা আকতার, সাজিয়া হোসেন, সামিনা রাজ্জাক, কাঁকন নবী, শাল্কি বৈতালিক, তাসফিয়া তাবাস্সুম, আনিকা সারোয়ার, মুসফেকা রহমান দোলা, রাকিবুল ইসলাম রাজীব, আহসান হাবিব, ড: মঞ্জুর হামিদ কচি, তুহিনা মাহমুদ মিষ্টি, সাবিহা নাসরীন, দীপা দাসগুপ্ত, সীমা আহমেদ ও শারমিন জাহান পাপিয়া।

নৃত্য পরিবেশন করেছেনঃ মুসফেকা রহমান দোলা, সুরভি নুর, রিসা রহমান। তবলায় ছিলেন জাহিদ হাসান। মন্দিরা বাজিয়েছেন শাজাহান বৈতালিক। মঞ্চ সজ্জা করেছেন রোমসা রহমান, দীপা দাসগুপ্ত, শিহাব রহমান ও মনির হোসেন। আলোকসজ্জায় শাহীন শাহনেওয়াজ, প্রজেক্টরঃ শিহাব রহমান ও হ্যাপি রহমান। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগীতায় ছিলেন - মোশাররফ হোসেন, রাহুল হাসান ও হাফিজ রহমান।

অজয় দাসগুপ্তের সাবলীল ও প্রানবন্ত ধারাবর্ণনা, শিল্পীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং কলাকুশলীদের সচেস্ট সহযোগিতায় অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল অনুষ্ঠানটি।

(রিপোর্টটি প্রকাশে বিলম্বের জন্য দুঃখিত)